শায়খ মাহমুদ আল- মিসরি

منهاج الطفل المسلم

ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত

অনুবাদক:

সাদিক ফারহান

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত

[মিনহাজুত তিফলিল মুসলিম]

রচনা

শায়খ মাহমুদ আল-মিসরি

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও লেখক-গবেষক

ভাষান্তর

সাদিক ফারহান

আলেম-লেখক-অনুবাদক

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা

মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ

লেখক ও সম্পাদক

ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত
[মিনহাজুত তিফলিল মুসলিম]

রচনা
শায়খ মাহমুদ আল-মিসরি
বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও লেখক-গবেষক

ভাষান্তর
সাদিক ফারহান
আলেম-লেখক-অনুবাদক

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৪

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
সাঈফ আশরাফ

অঙ্গসজ্জা
আব্দুল মালেক

প্রকাশক
দারুল ফুরকান

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনী **"দারুল ফুরকান"** প্রকাশনার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির আমল-ইবাদতের পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। হাদিসে নববীর একাধিক গ্রন্থও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া মানবজীবনে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল, জীবন জাগরণমূলক গ্রন্থ, মনীষীদের জীবনী ও শিশুতোষ গল্পের বিভিন্ন বই অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে প্রকাশ করেছে। প্রকাশনার সূচনাতে আমাদের যে প্রত্যয় ও অঙ্গীকার ছিল তা আজও বহাল আছে। বিশ্বজুড়ে বাংলাভাষী মানুষের দীনি সেবাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বিজ্ঞজনের প্রশংসা ও তাদের সুপরামর্শ আমাদের কাজের গতি বেগবান করেছে। মহান আল্লাহ আমাদের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুন!

একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে শিশুরা শৈশব থেকেই বিভিন্ন গল্পের বই পড়ে থাকে, যার অধিকাংশই হলো কাল্পনিক এবং তাতে শিক্ষণীয় কিছু থাকে না; বরং কিছু কিছু গল্পে অন্য ধর্মকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। ফলে সে শৈশবে সঠিক জ্ঞান ও নিজ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। সুতরাং আমাদের সন্তানেরা যেন ছোটোবেলা থেকেই তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে নিজের মাঝে লালন করতে পারে এবং নিজেকে নববী আদর্শে গড়ে

তুলে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী হাসিল করতে পারে–এ উদ্দেশ্যেই আমরা কাজ করে চলেছি।

বক্ষ্যমাণ 'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত' গ্রন্থটি গ্রন্থটি আমাদের প্রিয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমীয় বাণী তথা হাদিস বিষয়ে রচিত। এখানে প্রায় একশটি হাদিস, এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ সংক্ষিপ্ত গল্পের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন! পাশাপাশি এই বই পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস ও সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

প্রকাশক
মুহাম্মদ শাব্বির আহমদ
মুহাম্মদ ইউসুফ সাদী
দারুল ফুরকান
বাংলাবাজার, ঢাকা
২১.১১.২০২৪ ইং.

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি। তার সাহায্য, ক্ষমা ও হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে! তিনি যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না। তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে পথের দিশা দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক–তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো না।

তিনি আরও বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা মহান আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো–যাঁর নামে তোমরা একে অপরের

নিকট কোনো কিছু চাও। আর সতর্ক থাকো আত্মীয়-স্বজনদের (অধিকার) সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[১]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের কাজকর্ম ত্রুটিমুক্ত করে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[২]

নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী ইহ ও পরজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে, মানবজাতির মুক্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো, দীনের ক্ষেত্রে নব আবিষ্কৃত বিষয়। আর নব আবিষ্কৃত সবকিছুই বিদআত। প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুরা!

ইতঃপূর্বে তোমাদের জন্য আমি বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছি। হৃদয়ের কালিতে দুহাত ভরে লিখেছি তোমাদের জীবন গড়ার কথামালা। এতদিন তোমরা সে-সব বইপত্র পড়েছো, তোমাদের যাপিত জীবনে বই থেকে আহরিত হিতোপদেশ যথাযথ বাস্তবায়ন করেছো এবং ভেতর-বাহির রাঙিয়েছো নববী আদর্শের ঐশী আলোকবিভায়। আশা করি, আমার কলম তোমাদের উপকৃত করেছে; আমার রচনা ও শব্দ-বর্ণ তোমাদের বাস্তব-জীবনকে আলোড়িত করেছে।

ইতঃপূর্বে আমি তোমাদের জন্য লিখেছিলাম–

---

১. সূরা নিসা : ১

২. সূরা আহযাব : ৭০-৭১

১. কাসাসুল আম্বিয়া লিল আতফাল, ২. কাসাসুল কুরআন, ৩. কাসাসুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৪. সীরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৫. আখলাকুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬. তাফসিরু জুযয়ি আম্মা, ৭. আসহাবুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮. উম্মাহাতুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু আনহু, ৯. হিকায়াতু আমওয়ি মাহমুদ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ১০. আল আদাবুল ইসলামিয়্যাহ লিত তিফলিল মুসলিম, ১১. মুজিযাতুল আম্বিয়া ওয়া কারামাতুস সাহাবা, ১২. আযকারুত তিফলিল মুসলিম ইত্যাদি।

আজ তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আরেকটি চমৎকার বই–'মিনহাজুত তিফলিল মুসলিম'। এই গ্রন্থে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রায় একশ'টি হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ আলোচনা করেছি। কারণ, আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর নির্দেশনা আমাদের যাপিতজীবনে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের মন ও মগজে, হৃদয় ও চিন্তায়– ইসলামের চিরন্তন বিধান ও ব্যাখ্যা দৃঢ়ভাবে গেঁথে নিতে হবে। বস্তুতঃ কিতাব ও সুন্নাহর আলোয় আলোকিত জীবন কত সুন্দর ও কত সৌভাগ্যমণ্ডিত!

তাহলে আর দেরি কেন, এসো বইটির পাতা উল্টে ডুবে যাই সুন্নাহর অবগাহনে। প্রতিটি অধ্যায় পড়ি আর জীবনের সরলরেখায় সেই নবীর সুন্নাহকে জীবন্ত করে তুলি–জান্নাতে তাঁর সাহচর্য পাবে কেবল তারাই–যারা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করেছিলো, যারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছিল এবং জীবনের প্রতিটি ধাপে তাকে অনুসরণ করেছিল।

দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে ও তোমাদের সকলকে উপকারী ইলম ও নেক আমল করার তাওফিক দান করেন! আমরা যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুষ্ঠু ও নিষ্ঠ অনুসরণ করতে পারি, তিনি আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন। আমিন!

রহমানের ক্ষমাপ্রার্থী
মাহমুদ আল-মিসরি

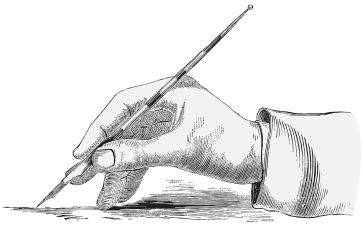

অনুবাদকের কথা

সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় এমনিতেই আমি শিক্ষাঙ্গনে পা রেখেছি তুলনামূলক দেরিতে। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যাপারে পারিবারিক-ভাবে আমি তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইনি। সে হিসেবে জীবন-গঠনমূলক বইপত্র হাতে পাই হেফজখানা মাড়িয়ে তাইসির ক্লাসে এসে। কীভাবে যেন 'শহিদানের গল্প শোনো' সিরিজটি আমার হস্তগত হয় এবং আমি রাত জেগে পুরো সিরিজটা একটানে পড়ে ফেলি। এরপর 'ছোটদের সিরাত সিরিজ', 'আলোর মিছিল' এবং 'আলোর কাফেলা' সিরিজ দুটো শেষ করে ফেলি মাসখানেকের ভেতর।

একদিন আমার মুরব্বী উসতাদ মাওলানা মাওলানা ইমদাদুল হক সাহেবের কামরায় গিয়ে দেখি শেলফভর্তি বই, থোকায় থোকায় সাজানো। লোভ লেগে যায়। তাঁর কামরায় রাতে থাকবার সিদ্ধান্ত নিই। হুজুরও অনুমতি দেন। একের পর এক রাত পড়ে পড়ে সেই কামরার সবগুলো বই-ই শেষ করি। ভাগ্যক্রমে তখন খুতুবাতে ইসলাম এবং ইসলাহি মাজালিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো আমার পড়া হয়ে যায়। পাশাপাশি তাজকিরাতুল আউলিয়া, কুড়ানো মুক্তা, হারানো মানিক বা হৃদয় গলে সিরিজের মতো কিছু আপাত-অপ্রয়োজনীয় বই-ও।

বই পড়ার সেই উদ্দীপনাটা শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে না পারলেও, পারিবারিক-ভাবে ইলমি সঙ্গ না পাওয়ার দুঃখটা আমার ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। পড়ার প্রতি দারুণ এক তৃষ্ণা থেকে কিশোর মনে আমি হিসেব মেলাতে থাকি, ঠিক কেমন পরিচর্যা পেলে, কোন শিক্ষা ও দীক্ষা খানিক নিয়মতান্ত্রিক

হলে–আমার বয়সী ছেলেগুলোর জীবন-যাপন আরও উত্তম হতে পারে। আস্তে আস্তে পরিচিত হই ইসলামি প্রকাশনার বিভিন্ন জনের সাথে। ব্যক্তিগত জানাশোনা এবং সত্যিকারের অপ্রতুলতা থেকে, আমার ভেতরে জমতে থাকে বেদনার ঢেউ। চিন্তা করি, ইসলামি অঙ্গনে মোটিভেশনাল বই লেখার হিড়িক পড়ে, জীবন জাগাবার জন্য লেখক-প্রকাশকদের কলমে দরদ চুয়ে যায়; কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মানোত্তীর্ণ কাজ করা খুবই দরকার– সেই জায়গাটা যেন চরম উপেক্ষিত।

গত দশকে শিশুদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজেক্ট ধারাবাহিকতা পেয়েছে বিভিন্ন প্রকাশনীর উদ্যোগে। লেখা হয়েছে একেবারে তিন-চার-পাঁচ বছরের শিশুদের জন্যও; আবার পনেরো-আঠারোর উঠতি তরুণদের জন্যও করা হয়েছে নানান সৃজনশীল কাজ। এখন তাই শিশুদের বইপত্রের খোঁজ নিলে কিছুটা আশা সঞ্চার হয়। বাচ্চাদের হাতে তুলে দেয়া যায় আকিদা-হাদিস এবং সিরাত বিষয়ক কিছু অতি সুন্দর গ্রন্থনা।

তারপরও মনের কথা হলো, মসজিদে আমরা প্রতিদিন নিয়ম করে বুড়োদের তালিম হতে দেখি। দেখি, সময় পেলে সেখানে পুণ্যমনা কিছু যুবক ভাইয়েরাও বসে, আমলের কথা শোনে, ঈমান এবং ইলমের কথা শিখে। প্রতিদিন এক দুটো হাদিস পড়ার এই বিধিবদ্ধ রুটিনের উপকারিতা ঠিক কতটুকু, তা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

বুড়োদের জন্য মসজিদ পাঠশালা হলেও, পরিবারের কচিকাচাদের জন্য প্রধান শিক্ষালয় তাদের ঘরদোর, বাসা-বাড়ি। সুন্দর ঝকঝকে বইগুলো পরিবার তাদের হাতে তুলে দিলেও, নিয়মভাঙা মন যেন তাদের চোখগুলোকে কালির হরফে আঁটাতে পারে না। বাবার অলক্ষে, মায়ের উদাসীনতায় তারা আবার হারিয়ে যায় বালকসুলভ ব্যস্ততায়। অথবা কড়া শাসনে পড়তে বসলেও, যেন তাদের মনোযোগ উড়তে থাকে পাখির পালকে, ছুটে যায় ঘোড়ার পশমে বা ঝুলে থাকে বানরের চোখে। তাহলে কেমন হয়, যদি তাদের জন্যও গল্পে গল্পে, হাদিসে হাদিসে সাজিয়ে দেয়া যায় এমন কোনো বই– যেখানে থাকবে তাদের মনের গল্প-কথা, থাকবে হাদিস ও তার শিক্ষা এবং সঠিক পথে চলার প্রয়োজনীয় রসদ?

পরিবারের বড় কেউ যদি প্রতিদিন একটা সময় বাচ্চাদের নিয়ে বসেন, যদি গল্পের মতো করে তাদেরকে কুরআন-হাদিসের দরকারি কথাগুলো কোনো বই থেকে পড়ে শোনান–তাহলে কেমন হবে সেটা?!

মূলতঃ সেই তাগিদ থেকেই আমি 'মিনহাজুত তিফলিল মুসলিম' গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করি। বাংলায় এর নাম দেয়া হয়েছে 'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত'। আরববিশ্বের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক লেখক শায়খ মাহমুদ মিসরি আবু আম্মার বইটি লিখেছেনই বাসা-বাড়িতে নিয়ম করে বাচ্চাদের তালিম করার জন্য। আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে প্রথমে তিনি বিষয়োপযোগী হাদিস এনেছেন। এরপর কৈশোর-মনস্তত্ত্ব-টানা গল্প বলেছেন। কখনো বানর, কখনো হাতি, কখনো-বা ঘোড়া-গাধাকে উপজীব্য করে শিক্ষণীয় ঢঙে দরকারি কথাগুলো বলে গেছেন সাবলিল ভাষায়। শেষে পয়েন্টে পয়েন্টে তুলে দিয়েছেন হাদিস, গল্পের মৌলিক শিক্ষা এবং জীবন গঠনের রসদ।

বিশেষত বিষয় ও শিরোনাম চয়নে তিনি দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র গঠন করে, আকিদা নির্মাণ করে এবং প্রাথমিক ইবাদতলিপ্সা জাগায়, এমন নান্দনিক বিষয়গুলোকে হাদিস ও গল্পের আলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়েছেন তিনি। বইটি অনুবাদকালে দুঃখ হচ্ছিল যে, আমরা শৈশবে এমন দারুণ কিছু কেন পাইনি? আবার আনন্দ পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমাদের সন্তানেরা অন্তত আমাদের নেগরানিতে বইটা পড়তে পারবে, তা-ইবা কম কী?

মোটাদাগে এ বইটি সেসব পরিবারের জন্য জরুরি, যাদের বাসায় ছয় থেকে বারো বছরের সন্তান আছে। যারা না জেনে, না বুঝে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন ইসলামিক কার্টুন, যেখানে নাক-কান-চোখ-মুখওয়ালা আকৃতি নড়াচড়া করে। এতে তাদের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অনেক। সুতরাং উত্তম হবে, আপনি প্রতিদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে নিয়ম করে বাসার বাচ্চাদের নিয়ে বসুন। একটা টেবিল নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরুন 'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত' বইটি। বেশি না, একেকটা পাঠ প্রতিদিন তালিম করলে উর্ধ্বে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু এর দ্বারা আপনার বাচ্চা জানবে রাসূলের অসংখ্য হাদিস, দারুণসব গল্প এবং আগামির জীবন চলার হিতোপদেশ। পাশাপাশি আড্ডার পরিবেশে পরিবারের সবার সাথে

বসলে তাদের সম্পর্ক ভিন্ন মাত্রা পাবে। বাবা-মার সাথে সৌহার্দ্য বাড়বে এবং তাদের মনে নিরবে-নিভৃতে ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ জাগবে।

'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত' প্রকাশ করছে সৃজনশীলতায় দায়বদ্ধ **"দারুল ফুরকান"** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। আশা করছি, সম্মানিত পাঠক বইটি পড়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও পড়াবেন। প্রয়োজনবোধে স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষকগণ নিজ নিজ ছাত্রদের জন্যও সংগ্রহ করে দেবেন। বইটির পেছনে যাদের অবদান জড়িয়ে আছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন! আমিন!

সাদিক ফারহান
১৬-৯-২০২৪

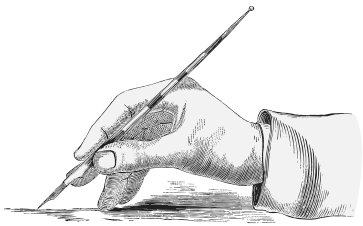

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম ধর্ম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার ফযিলত দান করেছেন। যার জীবনাদর্শ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ। যার পথই একমাত্র সঠিক পথ। আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন এক অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য–যা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে দান করা হয়নি। দিয়েছেন এমন শরিয়ত–যা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়ত অনুসরণ করলে তুচ্ছ ও মন্দ মানুষও পরিণত হবে সর্বোত্তম মানুষে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সততায় মুগ্ধ হয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই তাকে 'আল আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেছে। তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাপে নিমজ্জিত কাফের-মুশরিকরা এক সময় ইসলামের ছায়াতলে এসে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী সাহাবি হয়ে গেছে। তাঁর জীবনাদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে। তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে এবং নিজেদের পরিণত করেছে সোনালী যুগের সোনালী মানুষরূপে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

শায়খ মাহমুদ মিসরি রচিত 'মিনহাজুত তিফলিল মুসলিম' মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কিছু নির্বাচিত হাদিসের

অনবদ্য সংকলন। এখানে রয়েছে চারিত্রিক উত্তম গুণাবলি সংক্রান্ত হাদিস, এর মর্ম-ব্যাখ্যা, শিক্ষা এবং কিছু উপদেশমূলক ঘটনা। যেগুলো পাঠ করলে একটি মানুষ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। নববী আখলাক ও সাহাবীগুণে গুণান্বিত হতে পারে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন!

মাওলানা সাদিক ফারহান এ মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। বাংলায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত'। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। **"দারুল ফুরকান"** অনুবাদ-সম্পাদনা ও গবেষণা পরিষদ খুবই যত্নসহ এটি নির্ভুল ও পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছে। এখন তা ছাপার অপেক্ষায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নববী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং একে আমাদের পরকালীন নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন!

সম্পাদক
১০.১০.২০২৪

ইবনে খালদুন ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ-এর পরিচালক,
স্বনামধন্য লেখক ও গবেষক

হযরত মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ দা.বা.-এর

দুআ ও বাণী

ইসলাম পূর্ণ জীবনদর্শন। দ্বীনে কামেল। শিশুদের তরবিয়ত ও দীক্ষার পর্যাপ্ত পথনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। আমরা পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশু-কিশোরদের জন্য সঠিক তরবিয়তের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছি অনেকক্ষেত্রে। আমাদের সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমে মুসলিম শিশুদের যথাযথ নৈতিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় রচিত নয় আমাদের পাঠ্যক্রম। কুরআনী চেতনা, নববী আখলাক ও উসওয়ায় রচিত নয় আমাদের সিলেবাস। ফলে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে সঠিক তরবিয়ত ও দীক্ষা গ্রহণ করা হতে।

বিকল্প পথ হিসেবে পারিবারিকভাবে সহপাঠ হিসেবে কুরআন-সুন্নাহ ও সীরাতের বিষয়গুলো পড়ার আয়োজন রাখতে হবে শিশুদের জন্য। শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের জোগান দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের ত্রুটি ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। শত শত বই প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু শিশু কিশোরদের উপযোগী বই এর সংখ্যা খুবই কম। ইসলামী ধারার লেখকদেরকে এক্ষেত্রে আরোও কার্যকর ও গতিশীল ভূমিকা রাখা সময়ের দাবী।

আলহামদুলিল্লাহ। মিশরের খ্যাতিমান লেখক ও দাঈ উস্তায মাহমুদ মিসরী শিশু কিশোরদের উপযোগী ভাষায় সাহিত্য সম্ভার রচনা করেছেন। কুরআন

ও সীরাত বিষয়ে অনেকগুলো মানোত্তীর্ণ বই উপহার দিয়েছেন আরবি ভাষায়। লেখকের একটি বই হচ্ছে 'মিনহাজু তিফলিল মুসলিম।' তিনি এতে একশ হাদিসে শিশুকিশোরদের উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। গল্পের ভাষ্যে তাদের নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। সততা, আমানতদারী, আদব আখলাক ও ইসলামের নানা বিষয়াবলী হাদিসের আলোকে গল্পে গল্পে সাজিয়েছেন। ঘরে ঘরে শিশুদের জন্য তালিম বা শিক্ষার আসরে পঠিত হতে পারে এ বইটি। বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম সাদিক ফারহান। তার ভাষাশৈলী চমৎকার। ঝরঝরে অনুবাদ। আমি আশাবাদি, সে আরো মূল্যবান ও সৃজনশীল মৌলিক কিংবা অনূদিত বই আমাদের উপহার দিবে। আল্লাহ তাঁর শ্রমগুলো কবুল করুন। আমীন।

"দারুল ফুরকান" অভিজাত প্রকাশনী। মৌলিক বইসহ আরবি, উর্দু ও অন্যান্য ভাষা থেকে বহু বই অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। 'মিনহাজু তিফলিল মুসলিম' বইটির অনুবাদ 'ফুলে ফুলে ফোটে বসন্ত'। অভিভাবকগণ সন্তানের হাতে একটি কপি তুলে দেবেন, এই প্রত্যাশা করি। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

লাবীব আব্দুল্লাহ

(লাবীব আবদুল্লাহ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	৫
লেখকের কথা	৭
অনুবাদকের কথা	১০
সম্পাদকের কথা	১৪
সত্যবাদীদের সঙ্গী হও	২৭
সত্যবাদীদের সাথে মিশো	২৮
মিথ্যা বলো না	৩১
সত্যের প্রতি আহ্বান	৩২
নিয়তকে পরিশুদ্ধ করো	৩২
ইখলাসের নিয়ামত	৩৩
চার জন লোকের গল্প	৩৮
তোমাদের প্রতি আমি অধমের আরজি	৩৯
কৃতজ্ঞ হও	৪১
হাদিসের ব্যাখ্যা	৪১
কৃতজ্ঞ কুকুর	৪৩
ঘোড়ার বিশ্বস্ততা	৪৪
আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ কোথায় গেলো?	৪৫
বিশ্বস্ত হও	৪৬
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী থেকে বিশ্বস্ততার শিক্ষা	৪৭
বিশ্বস্ততার বিচিত্র দিক	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বস্ততার প্রতিদান	৫০
আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখো	৫২
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের নিয়ামত	৫৩
আমরা যা শিখলাম	৫৪
উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম	৫৪
বানরের নাম সাহলান	৫৬
কৃপণ হয়ো না	৫৮
কৃপণতার পরিণাম	৬০
খাদ্যের বদলে খাদ্য	৬২
রেগে যেয়ো না	৬৪
রাগের উপশম	৬৬
একটি সুন্দর গল্প	৬৮
বিনয়ের গুণ	৭০
অহংকারী মোরগ	৭১
প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করে দাও	৭৪
এক অসহায় জেলের গল্প	৭৫
এসো! পুনরায় ক্ষমার দুয়ার খুলি	৭৭
প্রতিশ্রুতি পূরণ	৭৭
প্রতিশ্রুতি পূরণের পুরস্কার	৭৯
পরস্পর সহযোগিতার গুণ	৮২
নিঃসঙ্গ গন্ডার	৮৩
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	৮৬
জান্নাতি রমণী	৮৭
আমরা যা শিখলাম	৮৮
ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা	৯৩
হাদিসের ব্যাখ্যা	৯৩
ভাইকে ভালোবাসে বলে তাকে ভালোবাসেন দয়াময় আল্লাহ	৯৪
ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা এ গল্প থেকে যা শিখলাম!	৯৬
ঐক্য : শক্তির রহস্যকথা	৯৭
ঐক্যের শক্তি	৯৭
পরার্থপরতার গুণ	৯৯
আম্মু আমায় শিখিয়েছেন	১০২
পরার্থপরতার পুরস্কার	১০৪
পুণ্যকর্ম অনেক অশুভ আপদ থামিয়ে দেয়	১০৭
ইহসান : অনুপম স্বভাব	১০৮
উত্তম কথার প্রতিটি শব্দ সদকা	১১০
মানুষের প্রতি সমবেদনা	১১৩
সমবেদনার বিচিত্র দিক	১১৪
মুসাফির ও ভিনদেশী আগন্তুকের প্রতি সমবেদনা	১১৪
সমবেদনার আরেকটি চিত্র	১১৫
রোগীদর্শন	১১৫
যার আত্মীয় মারা গেছে, তার প্রতি সহমর্মিতা	১১৫
বিধবা ও এতিমদের প্রতি সহমর্মিতা	১১৬
অপর ভাইয়ের ব্যথায় সমব্যথী হওয়া	১১৬
ঈদের জামা	১১৬
অসহায়দের প্রতি দয়াপরবশ হও	১১৮
অভাবীদের ভুলে যেয়ো না	১২০
দুধের ব্যাপারী	১২৩
তোমার শক্তি যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়	১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শক্তির সূত্র	১২৬
কাউকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ কোরো না	১২৯
এক পাপী ও এক অনুগত বান্দার গল্প	১৩০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা	১৩৩
রাসূলের প্রেমে যুদ্ধে গেলো যে বালকদ্বয়	১৩৬
মাতা-পিতার আনুগত্য	১৩৯
যে সাহাবি কুরআন পড়েন জান্নাতে	১৪১
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো	১৪৩
স্বজনদের নামে অভিযোগ করতো যে লোক	১৪৪
ঘটনাটা হাদিসে এভাবে বিবৃত হয়েছে	১৪৫
প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী হও	১৪৭
প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী এক মহিলা	১৪৯
এতিমের প্রতিপালন	১৫১
রোগী দর্শন	১৫৩
অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা	১৫৬
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রহস্যের প্রহরী	১৫৯
রহস্যের সংরক্ষক হও	১৬১
বিশ্বস্ত দেনাদার	১৬১
একশো দিনারের ঋণ	১৬২
ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়	১৬৫
এবার তাহলে একটি গল্প শোনা যাক	১৬৬
কাজে নিপুণতা	১৬৭
এক নিবেদিত প্রাণ ঘোড়া	১৬৮
সৃষ্টিকুলকে সন্তুষ্ট করতে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি কাম্য নয়	১৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
এবার একটি গল্প শোনো	১৭২
পরিতুষ্টি	১৭৪
লোভ থেকে বেঁচে থাকো	১৭৫
উত্তম আমল	১৭৯
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া	১৮১
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ	১৮৩
গোপন সদকা	১৮৫
কল্যাণ কামনাই দীন	১৮৭
আল্লাহ তাআলার জন্য কল্যাণকামিতা	১৮৮
আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণকামিতা	১৮৮
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জন্য কল্যাণকামিতা	১৮৯
মুসলিম নেতাদের জন্য কল্যাণকামিতা	১৮৯
সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামিতা	১৮৯
যে কোনো হালাল উপার্জনই ইবাদত	১৯০
চলো এবার একটা গল্প শুনি	১৯১
যেমন কর্ম তেমন ফল	১৯৩
আল্লাহ তোমাকে দেখছেন	১৯৫
তোমাদের এখন দারুণ এক গল্প শোনাবো	১৯৬
আল্লাহকে ভয় করলে পথ খুলে যায়	১৯৭
তোমার শক্তি তোমার নিয়তের সততায়	২০০
জ্ঞানের মূল্য	২০৩
বানর সাজদান	২০৫
ইসলাম ঈমান ইহসান	২০৮
ইসলামের পরিচয়	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমানের পরিচয়	২১০
ইহসানের পরিচয়	২১০
একটি শিক্ষণীয় গল্প	২১২
বিদআত থেকে বাঁচতে হবে	২১৪
খেয়ানত থেকে সাবধান	২২১
এবার আমি তোমাদের একটা গল্প শোনাবো	২২২
কাউকে ছোটো করা যাবে না	২২৫
এ সম্পর্কে একটা সুন্দর গল্প বলা যাক	২২৬
হিংসা পতনের মূল	২২৮
হিংসা	২২৯
শত্রুতা	২৩০
কথা বন্ধ করা	২৩১
গীবত করো না বন্ধু	২৩৬
দোষচর্চা যেভাবে হয়	২৩৭
ভাইয়ের গোশতে কামড় বসানো এক ভাইয়ের গল্প	২৩৮
চোগলখোরি থেকে সাবধান	২৪১
চোগলখোরি করো না বন্ধু	২৪২
দ্বিমুখী স্বভাব	২৪৪
দ্বিমুখী স্বভাব যেভাবে হয়	২৪৪
জুলুম : অন্ধকারের অপর নাম	২৪৬
জুলুমকে প্রশ্রয় দিয়ো না	২৪৯
প্রাণীদের উপর সদয় হও	২৫৩
পিপাসার্ত কুকুর	২৫৪
হাদিয়া দাও, ভালোবাসা বাড়াও	২৫৭
হাদিয়া দানের রীতিনীতি	২৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা

হাদিয়ার বেশ কয়েকটি ধরণ হতে পারে	২৫৭
কেবল মুমিনই যেনো তোমার বন্ধু হয়	২৫৮
বিবাদ নিরসন করা	২৫৯
মুসাফাহা করলে গুনাহ ঝরে যায়	২৬২
ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নাও	২৬৫
পবিত্রতা অর্জন করো	২৬৭
অযুর গুরুত্ব	২৬৮
মিসওয়াক করা	২৭৩
আজান দেওয়া	২৭৫
আজানের ইতিহাস	২৭৫
আজানের ফযিলত	২৭৬
আজানের জবাব দেওয়ারও অনেক ফযিলত রয়েছে	২৭৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামায	২৭৮
মসজিদ হলো মুত্তাকিগণের ঘর	২৮২
জামাতে নামায আদায়	২৮৫
জুমার নামায	২৮৯
সুন্নত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া	২৯২
তাহাজ্জুদ পড়া	২৯৪
বন্ধুর উপদেশ	২৯৫
কুরআনময় জীবন গড়ো	২৯৬
আল্লাহকে স্মরণ করো	২৯৯
যার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকে	৩০১
রাসূলের নামে দরূদ পড়া	৩০৪
আলেমদের সম্মান করো	৩০৮
ওস্তাদের সাথে শিষ্টাচার	৩১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুআই ইবাদত	৩১২
রবের কাছে ফিরে আসা	৩১৪
রোযা রাখার অভ্যাস করো	৩১৬
রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দের ঘোষণা	৩১৭
শাবান ও মুহাররম মাসের রোযার ফযিলত	৩১৮
জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের রোযার ফযিলত	৩১৯
আরাফার দিন, মুহাররমের দশম ও নবম তারিখের রোযার ফযিলত	৩১৯
শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযিলত	৩২০
সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযার ফযিলত	৩২০
একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখার ফযিলত	৩২০
সর্বশ্রেষ্ঠ আমল	৩২১
সবকিছুতেই সদকা খুঁজি	৩২২
শাহমান বাঘের কথা	৩২৪
কল্যাণের ধারা অব্যাহত রাখো	৩২৭
আল্লাহর অলী হও	৩৩০
প্রকৃত অলী চেনার উপায়	৩৩১
সোনালি উপদেশ	৩৩৮
অবিচল ঈমানের অনুপম নিয়ামত	৩৪৭
সৎকাজের আদেশ করো	৩৫০
সুধারণা পোষণ করো	৩৫২
কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো	৩৫৪
যে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দেয়, আল্লাহ তাকে বড় বানিয়ে দেন	৩৫৫
উত্তম উপদেশ	৩৫৭
তোমার পরিচয় তুমি একজন মুসলিম	৩৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বল্প হলেও কল্যাণের কাজ করো	৩৫৯
রাস্তা থেকে ডাল সরিয়ে জান্নাতে গেলেন যিনি	৩৫৯
বলার আগে ভেবে দেখো	৩৬১
বপন করো কল্যাণের বীজ	৩৬৪
অসুস্থ হলে সদকা দিয়ে সুস্থ হও	৩৬৬
হালাল এবং হারাম	৩৬৭
তুমি কি সত্যিই শক্তিশালী?	৩৬৯
কোনো গুনাহকে ছোটো মনে করো না	৩৭১
নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি যত্নবান হও	৩৭৩
দম্ভ যাকে জমিনের ভেতর গেড়ে ফেলেছিলো	৩৭৬
ডান হাতে খাও	৩৭৮
যে লোক বাম হাতে খেতো	৩৭৮
হাদিসে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে যেভাবে	৩৭৯
আল্লাহ তাআলার বণ্টনে সন্তুষ্ট থেকো	৩৮০
ধৈর্য ধরো হে আমার বন্ধুরা!	৩৮৩
আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা	৩৮৫
হয়তো এতেই কল্যাণ আছে	৩৮৭
সুন্দর পরিসমাপ্তি কামনা করো	৩৮৮
একটি সিজদা না করেও যিনি জান্নাতী	৩৮৯
মন্দ সমাপ্তির ভয় করো	৩৯১
জান্নাতে রাসূলের সঙ্গী হও	৩৯৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাহকে সচ্চরিত্রে উৎসাহিত করেছেন	৩৯৫

সত্যবাদীদের সঙ্গী হও

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সত্যকে ধারণ করো। কেননা সত্য সৎকর্মের দিশা দেয় আর সৎকর্ম জান্নাতের পথ দেখায়। যে সর্বদা সত্য বলে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকে, আল্লাহ তাআলার নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে পাপ পাপী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, একসময় আল্লাহ তাআলার নিকট তার নাম মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।[১]

হাদিসের ব্যাখ্যা :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, আমরা যেন সদা সত্যবাদী হই। তিনি বলেছেন, সত্য কল্যাণ তথা সৎকর্ম এবং আনুগত্যের দিশা দেয়। সুতরাং যে সত্যবাদী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সবধরনের নেক কাজের তাওফিক প্রদান করেন। আর আল্লাহ তাআলা কাউকে নেক কাজের তাওফিক দিলে সে এই কর্মগুণে জান্নাতের পথের পথিক হয়ে যায়। এজন্য তিনি বলেছেন, 'সৎকর্ম জান্নাতের পথ দেখায়।' এভাবে মুমিন ব্যক্তি সত্যের উপর অটল থাকলে সপ্তাকাশে আল্লাহর নিকট সে 'সিদ্দিক'[২] উপাধিপ্রাপ্ত হয়। মুমিনের জন্য এটা বড়ই সম্মানের ব্যাপার।

---

১. সহিহ মুসলিম : ২৬০৭

২. সত্যবাদী

২. মুমিনের জন্য সত্যবাদী হওয়া কী মহিমান্বিত বিষয়! মুমিন কখনো মিথ্যা বলবে না। কেনই বা সে মিথ্যা বলবে? সে তো জানে, মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে অবর্ণনীয় শাস্তির মুখোমুখি করবেন।

৩. সত্যবাদী সে কেন হবে না? কেননা সে তো জানে দয়াময় প্রভু সত্যবাদীকে ভালোবাসেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে পরকালে জান্নাত প্রদান করবেন।

৪. মুমিন কেন সত্য বলবে না? সে তো জানে, সব কাজে, সর্বক্ষেত্রে তার আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হলেন প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জাহেলি যুগেও আরববাসীরা যাকে সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত বলে উপাধি দিয়েছিলো।

সত্যবাদীদের সাথে মিশো

আমাদের ছোট্ট বন্ধু আবদুর রহমান একবার তার বাবার অফিসে গেলো। টেবিলে অনেকগুলো কাগজ রাখা দেখে তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। সে ভাবলো, কাগজগুলো দিয়ে খেলা করবে। যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু টেবিলের উপর উঠে বসতেই পাশে থাকা চায়ের কাপটি ধাক্কা লেগে সবটুকু চা গড়িয়ে পড়লো কাগজগুলোর উপর। এতে সবগুলো কাগজই নষ্ট হয়ে গেলো। সে ভাবলো হায় আল্লাহ! বাবা এসে দেখলে তো আমাকে ধরবে, শাস্তি দেবে– এ কথা ভাবতেই আবদুর রহমান ভয়ে কেঁপে উঠলো। সে দ্রুত অফিস থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে পড়লো। তার চোখ দুটো লেগে রইলো অফিসের দরজার দিকে; কখন বাবা আসে, কী হয় –দেখার আগ্রহে।

আসরের নামায পড়ে তার বাবা দ্রুতই ঘরে ফিরে এলেন। হাতের কাজ শেষ করতে অফিসে প্রবেশ করতেই তার চোখ ছানাবড়া। এ কী! তার গুরুত্বপূর্ণ পেপারগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবগুলোতে চায়ের দাগ লেগে আছে। একটি কাগজও ভালো নেই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের মেজায চটে গেলো, পেপারগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; সহজে সেগুলো রিকভার (পুনরুদ্ধার) করাও সম্ভব না। উনি বুঝতে পারলেন, এই কাজ কে করতে পারে। দুষ্টু আবদুর রহমানকে ধরতে তিনি যে-ই বের হবেন হঠাৎ কোথা হতে যেন তার কানে কুরআনের এ আয়াত ভেসে এলো,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

আয়াতটি কানে আসতেই তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। বললেন, অবশ্যই হে দয়াময়! আমি চাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।

ধীরে স্থিরে তিনি অফিস থেকে বের হয়ে অযু করলেন। সন্তানদের একত্র করে দুঃখজনক ঘটনাটি শোনালেন। 'কে করেছো' এমন প্রশ্ন করবেন, অমনি আবদুর রহমান কেঁদে ফেললো। বললো, বাবা! আমাকে মাফ করে দিন। আমিই শয়তানের পাল্লায় পড়ে এমন কাজ করেছি। আপনি আমাকে যা খুশি শাস্তি দিন, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধই করেছি। এভাবে কেঁদে ফেলায় আবদুর রহমানের প্রতি তার বাবার দয়া হলো। কেঁদো না বাবা, আমি তোমাকে কেন শাস্তি দেবো–এই বলে তিনি আবদুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। যতক্ষণ না সে শান্ত হয়ে কান্না থামালো, তিনি তাকে বুকে জড়িয়েই রাখলেন। এরপর বললেন, আমি তোমাকে কোনো শাস্তি দেবো না–এ মর্মে আল্লাহ তাআলার কাছে ওয়াদা করেছি। কিন্তু আমাকে বলো, কেন তুমি এমনটা করলে?

আবদুর রহমান বলতে শুরু করলো। বাবা, আমি পড়া মুখস্ত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন শয়তান আমাকে কুবুদ্ধি দিলো, যেন আপনার অনুপস্থিতিতে অফিসে ঢুকে বই, কাগজপত্রগুলো অযথাই একটু নেড়েচেড়ে দেখি। সে-মতে অফিসে ঢুকে টেবিলে বসতেই হাতের ধাক্কা লেগে চায়ের কাপটা পেপারগুলোর উপর পড়ে সব নষ্ট হয়ে যায়। ভয়ে আমার ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়; নিশ্চিত হয়ে যাই, আমার শাস্তি অবধারিত। কাউকে কিছু না বলে অফিস থেকে বের হয়ে সোজা আমার ঘরে লুকিয়ে পড়ি।

আবদুর রহমানের বর্ণনা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলো।

এসময় শয়তান দ্বিতীয়বার আমার কাছে এসে বলে, তোমার বাবা যখন জিজ্ঞেস করবে, একাজ কে করেছো; ভুলেও সত্য বলো না। তাহলে তোমার

১. সূরা নূর : ২২

বাবা তোমাকে শাস্তি দিবেন। বরং মিথ্যা বলবে যে, তুমি কিছুই জানো না। এক্ষেত্রে সত্যের চেয়ে বরং মিথ্যাই তোমাকে বাঁচাবে। আমার মনের ভেতর আপনার শাস্তির ভয় আর মিথ্যা বললে আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল এবং আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিলো। কিন্তু তখন কুরআনের একটি আয়াত আমার মাথায় উঁকি দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

> মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।[১]

তৎক্ষণাৎ আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি, যত কিছুই হোক আপনাকে সত্যটাই বলবো। আল্লাহ তাআলার কাছে মনে মনে দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সত্য বলার আদেশ করেছেন। আর আপনার আদেশে নিশ্চয় কোনো না কোনো কল্যাণ আছে। আমি আপনার আদেশ পালনে সত্য বলছি; হে রব! আপনিই আমাকে রক্ষা করবেন।

পুরোটা শুনে আবদুর রহমানের বাবা 'আল্লাহু আকবার' বলে আবদুর রহমানের কপালে চুমু খেলেন। বললেন, তোমার এমন সত্য বলা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকে নিজের শাস্তির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আমার এমন হাজারটা কাগজ নষ্ট করার চেয়ে উত্তম। আজকে তোমার সত্য বলার প্রতিদানে আমি তোমাকে দারুণ একটি পুরস্কার দিতে চাই; তোমাকে তোমার পছন্দের মিষ্টি খাওয়াতে চাই। তবে প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনো অন্যের জিনিস দিয়ে খেলতে যাবে না; কখনো কারও কাজের জিনিস নষ্ট করবে না।

আবদুর রহমান বললো, আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করলাম। এবার দ্রুত চলুন, আমরা মিষ্টি কিনতে যাই।

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। আবদুর রহমানের কাণ্ড দেখে তিনি হাসি আটকে রাখতে পারলেন না। তাঁর সাথে বাকিরাও হাসিতে ফেটে পড়লো।[২]

---

১. সূরা তাওবা : ১১৯

২. আস-সিদক : ৫-৭